যায়যায়দিন

10 JAN 2009

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছেনি পাঠ্যবই

দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করছে। শিক্ষা খাতের জন্য জাতীয় বাজেটে রাখা হচ্ছে বিশাল অঙ্কের বরাদ্দ, শিক্ষার্থীদের দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে বইসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে তা শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে পাচ্ছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ সময়মতো সম্পাদন করতে কর্তৃপক্ষ যেমন ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে তেমনি শিক্ষা নিয়ে যারা বাণিজ্য করছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যের সরকারি বই বাজারে বিক্রি হওয়া এবং মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই বিতরণে অব্যবস্থাপনার বিষয়টি এর যুৎসই উদাহরণ।

চলতি মাসের প্রথম দিন থেকে প্রাথমিক স্তরের বই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ শুরু হলেও সে বই এখন শিক্ষার্থীদের ঘরে নয়, শোভা পাচ্ছে বাজারের বই দোকানগুলোতে। আর অভিভাবকরা স্কুলে বই না পেয়ে ছুটছে লাইব্রেরিতে। বিনামূল্যের বই অধিক মূল্যে বিক্রি করে অভিভাবকদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা লুটে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। শিক্ষার্থীদের বই কী করে ব্যবসায়ীদের হাতে গেল বিষয়টির তদন্ত হওয়া উচিত।

বই অব্যবস্থাপনার আরেকটি ঘটনা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারে না আসা। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর বই বাজারে আসার কথা ছিল ৬ জানুয়ারিতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ১৪ বইয়ের স্থলে একটি বইও বাজারজাত করতে পারেনি। তাই বলা যায়, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রতারণার শিকার হলো শিক্ষার্থীরা। এ ব্যর্থতার দায়ভার বর্তায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ওপর। যথাসময়ে কেন পাঠ্যবই বাজারে এলো না- সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি গঠন করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

কেউ কেউ অবশ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দোহাই দিচ্ছেন। সেজন্য নাকি ছাপাখানাগুলোকে ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়েছে। তাই প্রকাশকরা যথাসময়ে বই ছাপাতে পারেননি। সংসদ নির্বাচনের দোহাই দিয়ে তারা কেউই এই দায়ভার এড়াতে পারবেন না। জাতীয় নির্বাচনের কথা অনেক আগে থেকেই জানা ছিল। বিষয়টি মাথায় রেখে এনসিটিবি ও প্রকাশকরা আগেভাগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সেটা তারা করেননি। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক।

জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় ছয় কোটি বইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। ছাপা হচ্ছে মাত্র দুই কোটি পঁচাত্তর লাখ বই। এই ঘাটতি পূরণে তারা কী পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটিও পরিষ্কার হওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও বাজারজাতকরণ নিয়ে প্রতিবছরই বিভিন্ন অনিয়ম হয়। কিছু অসাধু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নানা রকম ফন্দিফিকির করে থাকে। বোর্ডের পাঠ্যবইয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সে কারণেই প্রতিবছর কিছু জটিলতার সৃষ্টি করে মোটা অঙ্কের মুনাফা বাগিয়ে নেয় অসাধু ব্যক্তিরা। এদের চিহ্নিত করা খুব কঠিন নয়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে এখন গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থা ফিরে এসেছে। গণতান্ত্রিক সরকার এসব অনিয়ম দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে- এটাই প্রত্যাশিত। বিশেষত শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যবই যেন যথাসময়ে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেয়া যায়- সে বন্দোবস্ত তাদের করতে হবে। বিনামূল্যের বই যাতে মূল্যে বিক্রি না হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। পাঠ্যবই নিয়ে কোনো ধরনের টানাহেঁচড়া আমরা আর দেখতে চাই না।